বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি
BCS General Education Association
শিক্ষাবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ, মেহেরবা প্লাজা (১৪শ তলা), ৩৩ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ ই-মেইল: bcsgea1618@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bcsgea.org.bd ফোন: ০১৭২০১৬৫৫৫৬ (সভাপতি) ০১৮১৮০৮৪৩৫৪ (মহাসচিব)

০৩ জুন ২০২২ শুক্রবার সকাল ১০:০০ টায় বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় শিক্ষাবিদ ইন্সটিটিউট, মেহেরবা প্লাজা, তোপখানা রোড, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি প্রফেসর মোঃ শাহেদুল খবির চৌধুরী। সভা পরিচালনা করেন সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ শওকত হোসেন মোল্যা।

আলোচ্যসূচি:
১. বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন
২. সকল স্তরে পদোন্নতি
৩. পদসৃষ্টি
৪. পদ/স্কেল আপগ্রেডেশন
৫. মাউশি ও ডিআইএ- এর অখন্ডতা রক্ষা
৬. বিভিন্ন মামলার অবস্থা ও মামলা পরিচালনার তহবিল সংগ্রহ
৭. শিক্ষাবিদ ইনস্টিটিউট পরিচালনা পরিষদ গঠন
৮. সমিতির গঠনতন্ত্র সংশোধন
৯. কল্যাণ তহবিল নীতিমালা সংশোধন
১০. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত
১১. ৪০ তম বিসিএস ব্যাচের যোগদান ও সংবর্ধনা
১২. বিবিধ

শোক প্রস্তাবঃ শুরুতেই জনাব মোহাম্মদ মশিউর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, সরকারি নবাব সিরাজ উদ দৌলা কলেজ, নাটোর, জনাব মুহাম্মদ ওহিদুজ্জামান, সহকারি অধ্যাপক, সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর ও জনাব আবুল মনসুর চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক, পটিয়া সরকারি কলেজ চট্টগ্রাম এর অকাল মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং তাঁদের আত্মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন প্রফেসর কাজী গোলাম মোস্তফা, যুগ্ম মহাসচিব, ফরিদপুর সংগঠনিক বিভাগ।

এরপর মহাসচিব মহোদয় উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে আজকের অলোচ্যসূচি তুলে ধরেন এবং বিষয় ভিত্তিক মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

আলোচ্যসূচি অনুয়াযী উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেণ প্রফেসর মোঃ মামুন উল হক, প্রফেসর মোহাঃ দবিউর রহমান, প্রফেসর কাজী ফারুক আহমেদ, প্রফেসর আবুল বাশার ভুঞা, প্রফেসর ড. আবু জাফর খান, প্রফেসর আ জ ম রুহুল কাদীর, প্রফেসর কাজী শফিকুর রহমান, জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম, প্রফেসর রসময় কীর্তনীয়া, জনাব বিপুল চন্দ্র সরকার, জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক খান, প্রফেসর ড. মোঃ ইলিয়াছ উদ্দিন, জনাব জিয়া আরেফিন আজাদ, জনাব তানভীর হাসান, জনাব লোকমান ভুঁইয়া, জনাব কামাল হোসেন, জনাব মোহাম্মাদ ইলিয়াস, জনাব মোঃ আবদুল মান্নান, জনাব মোস্তফা নাসিরুল আজম, জনাব মোহাঃ এনামুল হক, জনাব মোঃ শাহিনুল হক, জনাব শাকিল আহমেদ, জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, জনাব মুহাম্মদ ফাতিহুল কাদীর, জনাব মোঃ মনিরুল আলম, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, জনাব মুশফিকুর রহমান, জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, জনাব মোঃ মাঈন উদ্দিন, জনাব সরকার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ দিদার, জনাব মোঃ শাহিনুল ইসলাম, জনাব আদনান হোসেন, জনাব শেখ নুর কুতুবুল আলম, জনাব মাহমুদ বিন আমীন, জনাব মাহবুব ই রাব্বি, জনাব ড. এনামুল হক, জনাব সামিয়া চাঁদ, জনাব এস এম মাহাবুবুল ইসলাম, জনাব মোছা: খুজিস্তা আক্তার বানু, জনাব শেখ জামাল, জনাব আব্দুস সালাম, জনাব মোঃ শহীদুল হক চৌধুরী, জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, জনাব মোঃ ইমরান আলী, জনাব কাজী রফিকুল ইসলাম, জনাব দিলীপ চন্দ্র রায়।

১। **বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন:** আলোচ্যসুচির প্রথমেই বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

চলমান পাতা-১

২। **সকল স্তরে পদোন্নতি :** বক্তাগণ সকল স্তরে পদোন্নতিযোগ্য সকল কর্মকর্তার নাম গ্রেডেশন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রভাষক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ৯ম গ্রেড হতে ষষ্ঠ গ্রেডে পদোন্নতির প্রস্তাব প্রেরণের জন্য মাউশি মহাপরিচালক মহোদয়কে অনুরোধ জানাতে সমিতির সভাপতি ও মহাসচিব মহোদয়কে অনুরোধ করেন। এবছরের মধ্যেই যেন তিন স্তরে পদোন্নতি হয় সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সকল স্তরের পদোন্নতি সংক্রান্ত কার্যাবলী দেখভাল করার জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন।

৩। পদসৃষ্টি: শিক্ষা ক্যাডারের প্রায় সাড়ে বারো হাজার পদ সৃষ্টি বিলম্বিত হওয়ায় সমিতি নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বক্তাগণ অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পর্যায়ে যেন বেশি পদ সৃষ্টি হয় সেদিকে গুরুত্ব দেবার অনুরোধ জানান। এবিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করার জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন।

৪। পদ/স্কেল আপগ্রেডেশন: এবিষয়ে আলোচনায় সদস্যগণ বলেন আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধ্যাপক পদ দ্রুত তৃতীয় গেডে উন্নীতকরণ জরুরি। পাশাপাশি ক্যাডার স্ট্র্যান্থ অনুযায়ী দ্বিতীয় ও প্রথম গ্রেডের জন্য পদসৃজন করতে হবে। চতুর্থগ্রেড পাওয়া থেকে বঞ্চিত সকল যোগ্য কর্মকর্তা যাতে তাঁদের প্রাপ্য গ্রেড দ্রুত পেতে পারেন সে বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। এবিষয়ে কাজ করার জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

৫। মাউশি ও ডিআইএ- এর অখন্ডতা রক্ষা: বক্তাগণ বলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এবং ডিআইএ দুটিই শিক্ষা ক্যাডার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের বিভক্তিকরণ কোনভাবেই মানবে না বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি। বরং এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদসৃষ্টি করে ক্ষমতায়ন করতে হবে। এ বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও উপমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কথা বলার জন্য সভাপতি-মহাসচিবসহ নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানানো হয়।

৬। বিভিন্ন মামলার অবস্থা ও মামলা পরিচালনার তহবিল সংগ্রহ: বিগতদিনে দায়েরকৃত মামলার বর্তমান অবস্থা সদস্যরা জানতে চান। সভাপতি মহোদয় দায়েরকৃত মামলার তথ্য প্রদান করেন এবং আগামী সভায় কোন মামলা কোন অবস্থায় আছে সে তথ্য জানাবেন মর্মে বলেন। জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম জানান পিরোজপুরে দায়েরকৃত মনতাজ উদ্দিন মামলার চার্জগঠনের দিন ধার্য হয়েছে। মামলাটি চালু রাখা এবং মামলা পরিচালনা বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ জোগান দানের অনুরোধ করেন। মামলাগুলো পরিচালনার জন্য আইন সচিব, সহ-আইন সচিবের নেতৃত্বে একটি আইন কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। সভাপতি মহোদয় জানান মামলা তহবিলে প্রয়োজনীয় অর্থ নেই। মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ জরুরি।

৭। শিক্ষাবিদ ইন্সটিটিউট পরিচালনা পরিষদ গঠন: বক্তারা বলেন শিক্ষাবিদ ইন্সটিটিউট আধুনিকীকরণ এবং এটির অবয়ব ও কার্যক্রমের ব্যপ্তি বৃদ্ধিকরা প্রয়োজন। গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে এটিকে সময়োপযোগী করার প্রতি তারা গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় দ্রুততম সময়ে শিক্ষাবিদ ইন্সটিটিউট এর পরিচালনা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

৮। সমিতির গঠনতন্ত্র সংশোধন: বক্তারা বলেন সমিতির গঠনতন্ত্র সংশোধন প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ইউনিট কমিটিসমূহের মতামত নিতে হবে। গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

৯। কল্যাণ তহবিল নীতিমালা সংশোধন: বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির কল্যাণ তহবিল নীতিমালা সংশোধন ও কার্যকর করা জরুরি। সদস্যগণ এবছরের মধ্যেই কল্যাণ তহবিল কার্যকর করার জন্য অনুরোধ জানান। কল্যাণ তহবিল নীতিমালা সংশোধন করার জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয় এবং কল্যাণ তহবিলকে কীভাবে কল্যাণ ট্রাস্ট করা যায় সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখার অনুরোধ করেন।

১০। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত: বক্তারা সম্প্রতি সরকারি কলেজসমূহে গভার্নিং বডি গঠন বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান। শিক্ষা ক্যাডার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষা ক্যাডারকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে অস্থিতিশীল করবে। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ তাদের এখতিয়ার বহির্ভূত। এবিষয়ে সমিতির পক্ষ হতে একটি বিবৃতি প্রদানসহ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা উপমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কথা বলার জন্য সভাপতি-মহাসচিবসহ নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানান।

চলমান পাতা-২

শিক্ষাবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ, মেহেরবা প্লাজা (১৪শ তলা), ৩৩ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ ই-মেইল: bcsgea1618@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bcsgea.org.bd ফোন: ০১৭২০১৬৫৫৫৬ (সভাপতি) ০১৮১৮০৮৪৩৫৪ (মহাসচিব)

১১। ৪০ তম বিসিএস ব্যাচের যোগদান ও সংবর্ধনা: বক্তারা ৪০ তম বিসিএস ব্যাচের সহকর্মীদের কেন্দ্রীয়ভাবে যোগদান এবং সংবর্ধনা দেয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কর্মস্থলে যোগদানের পূর্বে একটি মৌলিক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়।

১২। বিবিধ: বিবিধ আলোচনায় মহাসচিব মহোদয় টুঙ্গিপাড়া জাতির পিতার সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনের তারিখ নির্ধারণ, মাউশি ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে সমিতি নেতৃবৃন্দের বৈঠক, কর্মস্থলে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা, ওএসডি ও ইনসিটু কর্মকর্তাদের বাড়ী ভাড়া ফেরত, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ, ৪০ তম ব্যাচের যোগদানের পূর্বে একক পদে ও দীর্ঘদিন প্রত্যন্ত এলাকায় কর্মরত সহকর্মীদের সুবিধাজনক কর্মস্থলে পদায়ন, আরবী ও ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের পদোন্নতি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কতৃক জারীকৃত ২০২০ সালে পত্রের আলোকে ক্যাডার কম্পোজিশন ও রিক্রুটমেন্ট রুলস সংশোধন, মাউশি হতে সকল কর্মকর্তার ইউনিক আইডি কার্ড প্রদান, সমিতির ইউনিট কমিটি গঠন ও সদস্য চাঁদা পরিশোধের সময় বৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণেরর জন্য উপস্থাপন করেন অথবা পরবর্তী সভায় আলোচ্যবিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্তির অনুরোধ করেন। প্রফেসর কাজী শফিকুর রহমান ২০১৪ সালের পরিপত্র(বন্টন নীতিমালা) সংশোধনের উদ্যোগ গহণ করতে অনুরোধ জানান এবং সমিতির হিসাব সম্পর্কে জানতে চান।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়-

১। সকল স্তরে পদোন্নতি, পদসৃষ্টি ও পদসোপান, পদ/স্কেল আপগ্রেডেশন, বিভিন্ন মামলা পরিচালনা, সমিতির গঠনতন্ত্র সংশোধন, কল্যাণ তহবিল নীতিমালা সংশোধন, শিক্ষাবিদ ইন্সটিটিউট পরিচালনা পরিষদ গঠন, ক্যাডার সংশ্লিষ্ট বিধি সংশোধন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক কমিটি গঠন করা হবে। উল্লিখিত কমিটিসমূহ গঠনের জন্য নিম্নেবর্ণিত নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হলো-

- প্রফেসর মোঃ শাহেদুল খবির চৌধুরী, সভাপতি, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি;
- জনাব মোঃ শওকত হোসেন মোল্যা, মহাসচিব, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি;
- প্রফেসর ড. আবু জাফর খান, সহ সভাপতি, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি;
- প্রফেসর মোঃ মামুন উল হক, সহ সভাপতি, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি;
- প্রফেসর মোহাঃ দবিউর রহমান, সহ সভাপতি, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি;
- জনাব বিপুল চন্দ্র সরকার, যুগ্ম মহাসচিব, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি;
- জনাব এম এম কামাল আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি;
- জনাব মোঃ মনিরুল আলম, দপ্তর সচিব, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি;
- জনাব তানভীর হাসান, সাংগঠনিক সচিব, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি।

২। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর এর বিভাজন (bifurcation) প্রচেষ্টা রোধের সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে সমিতির অবস্থানসহ লিখিত বক্তব্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট উপস্থপান করা হবে।

৩। ক্যাডার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে অলোচনা করা হবে ।

৪। সমিতির পক্ষে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনার জন্য সদস্যদের নিকট হতে তহবিল সংগ্রহ করা হবে। জরুরি প্রয়োজনে মামলা তহবিল দ্বারা ব্যয় সংকুলান না হলে পরবর্তীতে সমন্বয় সাপেক্ষে সাধারণ তহবিল হতে অর্থ উত্তোলন করা হবে।

চলমান পাতা-৩

৫। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা উপমন্ত্রী মহোদয়কে সংবর্ধনা প্রদান করা হবে।

৬। ৪০ তম বিসিএস ব্যাচের যোগদান ও ওরিয়েন্টেশন বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে আলোচনা করা হবে।

৭। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ হতে জাতির পিতার সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আগামী ১৬/০৭/২০২২ তারিখে টুঙ্গিপাড়া যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৮। ২০১৪ সালের পরিপত্র (বন্টন নীতিমালা) সংশোধনের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হবে।

৯। সমিতির ইউনিট কমিটি গঠন ও সদস্য চাঁদা প্রদানের সময়সীমা আগামী ১০/০৬/২০২২ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১০। সমিতির অফিসে কাজ করার জন্য ‘অন কল বেসিসে’ কোনো কর্মী কাজে লাগানো যাবে।

১১। সভায় উপস্থাপিত অন্যান্য বিষয়গুলো পরবর্তী সভাসমূহে আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

আর কোন আলেচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ক্যাডারের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রফেসর মোঃ শাহেদুল খবির চৌধুরী
সভাপতি
বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি

মোঃ শওকত হোসেন মোল্যা
মহাসচিব
বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি